দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 10 FEB 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... ৫

অশ্লীল গ্রামার রচনা ও পাঠ্য করায় আইডিয়ালের প্রিন্সিপালকে শো-কজ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রাজধানীর খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যৌনতা ও লাম্পট্য শিক্ষাদানকারী প্রিন্সিপাল এ. কে. নেওয়াজকে তার রচিত চরম অশ্লীল ও ভুলে ভরা বিতর্কিত ইংরেজী গ্রামার পাঠ্য করার জন্য শো-কজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গতকাল রবিবার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, শিক্ষা সচিব মুহম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র ধ্বংসের সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণকারী উক্ত যৌন বিকারগ্রস্ত প্রিন্সিপালকে কেন দোষী সাব্যস্ত করে এজন্য শাস্তিদান করা হবে না- সে মর্মে অনতিবিলম্বে কারণ দর্শানোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গভর্নিং বডির এই সভায় প্রিন্সিপাল এ. কে. নেওয়াজের চরম আপত্তিকর, ঘৃণিত ও অসংখ্য ভুলে ভরা ইংরেজী গ্রামার বইটির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

এদিকে, সভাশেষে একজন বিতর্কিত অভিভাবক প্রতিনিধির সমর্থক ও স্থানীয় একজন কমিশনারের নেতৃত্বে একদল বহিরাগত যুবক কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে গতকাল আইডিয়ালের স্কুল সেকশনের হেড মাস্টার মোজাম্মেল হক ও গভর্নিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি আবু সালেহ মোহাম্মদ খোরশেদ আলমকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এছাড়া গভর্নিং বডির অপর শিক্ষক প্রতিনিধি, ফৌজিয়া রোকেয়াকেও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেয়ার হুমকি দেয়। বিকেলে গভর্নিং বডির সভা শুরুর পূর্বেই কমিশনার হারুনুর রশিদের সাথে এই বহিরাগত যুবকরা এসে প্রিন্সিপাল নেওয়াজের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও উচ্চারণ না করার জন্য সবাইকে শাসিয়ে যায় এবং নানা ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করে প্রাণে মারারও হুমকি দেয়। সভা শেষ হওয়ামাত্রই প্রিন্সিপালের এই ভাড়াটে গুণ্ডারা আবার ক্যাম্পাসে ঢুকে স্কুল বিভাগের শিক্ষকদের উপর অকারণেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লাঞ্ছিত শিক্ষকরা যাতে পুলিশে কোন অভিযোগ দায়ের কিংবা থানায় এ ব্যাপারে মামলা করতে না পারেন সেজন্য শিক্ষক প্রতিনিধি আবু সালেহকে খোন্দকার মোশতাক আহমদ নামে একজন বিতর্কিত অভিভাবক প্রতিনিধি গাড়ীতে করে স্কুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। এ অবস্থায় শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়। প্রিন্সিপাল ও তার ভাড়াটে বাহিনীর দাপটে বর্তমানে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে চরম শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। গভর্নিং বডির সদস্যদের নানাভাবে শাসানো হচ্ছে এবং কাউকে কাউকে মোটা অর্থের প্রলোভন দিয়েও বিতর্কিত প্রিন্সিপালের পক্ষাবলম্বনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রিন্সিপালের যাতে কোন শাস্তি না হয় সেজন্য নানামুখী চাপ অব্যাহত রয়েছে। বহিরাগতরা প্রিন্সিপালের অপকর্মের প্রতিবাদকারী অভিভাবক এবং নিরীহ শিক্ষকদের প্রতি ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন অভিভাবক প্রতিনিধি ও কমিশনারের তত্ত্বাবধানে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ একপ্রকার দখল করে নিয়েছে। তারা শিক্ষকদের চাকরি খাওয়ারও হুমকি দিচ্ছে।

এদিকে, অশ্লীল ও আপত্তিকর ইংরেজী গ্রামার